সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ **সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ** **১১ ফেব্রুয়ারী ২০২২**	তাবুকে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজের সমস্ত সম্পদ-যার মূল্য ৪০০০ দিরহাম ছিল, আঁহযরত (সাঃ)এর সমীপে অর্পণ করেন

أَشۡهَدُ أَنۡ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ وَأَشۡهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهٗ أَمَّا بَعۡدُ فَأَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ـ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ـ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ـ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ـ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ـ اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ـ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

ইতিহাসে মক্কা বিজয় সম্পর্কিত ঘটনায় হযরত আবুবকর (রাঃ)'র একটা স্বপ্নের বর্ণনা এরূপ পাওয়া যায় যে, 'মুসলমানরা যখন মক্কার নিকটে চলে আসে তখন একটি স্ত্রী-কুকুর চীৎকার করতে করতে সেখানে চলে আসে এবং অতি নিকটে আসার পরে সে পিঠের ওপর ভর করে শুয়ে যায় ও তার দুধ নির্গত হতে থাকে'। হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ স্বপ্নের এটাই অর্থ করেন, শত্রুদের উপদ্রব শেষ হয়ে গেছে তথা বিজয় সন্নিকটে। তারা তোমাদের সহিত আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তোমাদের আশ্রিত হবে ও তোমরা তাদের মধ্য হতে কিছু লোকেদের সহিত মিলিতও হবে।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যখন আবু সুফিয়ান মর্রাতুজ্জাহরান নামক স্থানে এসে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সহিত মিলিত হয়, তখন তিনি (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) অথবা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পরামর্শ অনুযায়ী আবু সুফিয়ানকে সেই রাত্রিতে সেখানে আটকান, যাতে করে আবু সুফিয়ান মুসলমান সেনাবাহিনীর প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারে। আবু সুফিয়ানের সামনে সবুজ রং এর পোষাক পরিহিত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর বাহিনী অগ্রসর হয়; এ বাহিনীতে মুহাজির তথা আনসারগণ পতাকা হাতে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক হাজার 'নাসের' লৌহ বর্ম পরিহিত অবস্থায় ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ পতাকা হযরত সা'দ বিন আবাদা (রাঃ)'র হাতে অর্পন করেছিলেন তথা হযরত সা'দ (রাঃ) সৈন্যবাহিনীর অগ্রে ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবাদা (রাঃ) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যান তো তিনি আবু সুফিয়ানকে উস্কানীমূলক কথা বলেন; এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাঃ) কে বলে যে, হে আব্বাস; আজ আমার সুরক্ষার দায়িত্ব তোমার ওপরে। এর পরে পরেই অন্যান্য গোত্রের সৈন্যদল সেখান দিয়ে যায় তথা তার পেছনে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর শোভাযাত্রা হয়; তথা তিনি (সাঃ) নিজের কস্বা নামের উঁটনীর ওপরে বসেছিলেন এবং তিনি (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উসেদ বিন হজীর (রাঃ)'র বেষ্টনীতে ঐ উভয়ের সহিত কথাবার্তা বলতে বলতে সেখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে যান। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বলেন; 'ইনি হচ্ছেন আমাদের রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)।

যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করেন; সেসময়ে দেখেন,মহিলারা সেনাবাহিনীর ঘোড়ার মুখের ওপরে ওড়না মেরে মেরে তাদেরকে পেছনে সরানোর চেষ্টা করছে। হুযুর (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হুস্‌সান বিন সাবিত কি বলেছিলেন**?** উত্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ), হুস্‌সান বিন সাবিতের সেই কাব্য পড়েন; যাতে বলিষ্ঠ সৈন্যবাহিনীর দলকে **'কদা'**-র রাস্তা দিয়ে অভ্যন্তরিত হওয়ার ঘটনা ও এহেন দৃশ্যের চিত্রন রয়েছে। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন; তাহলে সে রাস্তা দিয়েই অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, যে রাস্তার

উল্লেখ হুস্‌সান বিন সাবিত দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। **'কদা'**-ছিল আরাফাতের দ্বিতীয় নাম।

মক্কা বিজয়ের পটভূমিতে যখন আঁহযরত (সাঃ) শান্তির ঘোষণা করেন; তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) নিবেদনপূর্বক বলেন; আবু সুফিয়ানের আত্মীয়তা তথা সান্নিধ্য সকলেই পছন্দ করে। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নির্ভয়ে থাকবে। যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নির্দেশে হুব্‌ল নামক মুর্ত্তিকে ভাঙা হচ্ছিল; তখন জুবাইর বিন অবাম (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে স্মরণ করিয়ে দেন ওহুদ যুদ্ধের দিন তুমি এই মুর্ত্তির কথা বলে অতীব দাম্ভিকতার সহিত ঘোষণা করেছিলে যে, সে নাকি তোমাকে পুরস্কৃত করেছে। আবু সুফিয়ান বলে; 'এখন এসব কথা ছেড়ে দাও; যদি মুহাম্মদ (সাঃ)এর খোদা ব্যতীত অন্য কোন খোদা থাকত তাহলে আজকের পরিস্থিতি এরূপ হত না।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বসে ছিলেন; এবং তাঁর (সাঃ)এর সুরক্ষা-হেতু হযরত আবুবকর (রাঃ) নগ্ন তরবারী হাতে নিয়ে তাঁর (সাঃ)এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হুনায়নের যুদ্ধ যাকে **হাওয়াযিনের** যুদ্ধ অথবা **আওতাসের** যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে; অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরে সংঘটিত হয়েছিল। হুনায়ন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থল; যা মক্কা হতে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী একটি ঘাঁটী। মক্কায় মুসলিমদের বিজয় সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে মালিক বিন অওফ নাসরীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলি একত্রিত হওয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তৈরী হয়ে যায়। হুযুর (সাঃ) বারো হাজার সেনাবাহিনীর একটি দল নিয়ে শত্রু সৈন্যের মোকাবেলায় বার হন এবং পরের দিন সকালবেলায় হুনায়ন পৌঁছান। মুশরিক সৈন্যবাহিনী পূর্ব থেকেই ঘাটীর বিভিন্ন পথে গুপ্তভাবে ওৎ পেতে ছিল। তারা অতর্কিতে মুসলিম বাহিনীর ওপর এমনভাবে চড়াও হয় যে, মুসলমান বাহিনী নিজেদের সামলাতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বর্ণনায় পাওয়া যায়, সে মূহুর্ত্তে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকটে কিছু সাহাবী অবশিষ্ট ছিল মাত্র।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন; (হুনায়নের যুদ্ধে) এক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, রসুলে করীম (সাঃ)এর চতুর্পার্শ্বে কেবলমাত্র বারো জন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর বাহনের লাগাম ধরে ফেলেন এবং বিনম্রভাবে বলেন; হে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এটা এগিয়ে যাওয়ার সঠিক সময় নয়; উত্তরে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলেন, আমার বাহনের লাগাম ছেড়ে দাও! তথা তিনি (সাঃ) পায়ের গোড়ালী মেরে এগিয়ে যান এবং বলেন; আমি সেই ওয়াদাকৃত নবী! যার স্থায়ী-সুরক্ষার ওয়াদা করা হয়েছে, আমি মিথ্যা নই; সুতরাং তোমরা তিন হাজার তীরন্দাজ হও অথবা ত্রিশ হাজার; এতে আমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর আদেশে হযরত আব্বাস (রাঃ) একথা বলে চীৎকার করেন যে, হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! হে হুদায়বিয়ায় বৃক্ষতলে বয়আতকারীগণ! খোদার রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করছেন। একজন সাহাবী বলেন; নব মুসলিম হওয়ার ভীরুতায় তথা আমাদের বাহনগুলিও ঘাবড়ে পেছনে দৌড় দিয়েছিল; পরন্তু যখনই এ আওয়াজ আমার কানে আসে; আমার এরূপ মনে হয় যেন, আমি জীবিত নই মৃত তথা ইসরাফিলের সূর-ধ্বনিতে আমি কম্পমান। আমি আমার বাহনের অভিমুখ ঘোরাতে চেষ্টা করি কিন্তু সে ঘাবড়ে ছিল। সুতরাং আমি ও আমার কয়েকজন সাথী উঁট থেকে লাফিয়ে পড়ি; কয়েকজন তো বাগী উঁটের গর্দান উড়িয়ে দেয়, আর সহসা সকলেই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর দিকে দৌড়াতে শুরু করি।

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুনায়নের যুদ্ধের পর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন; এ যুদ্ধে যে যে ব্যক্তি যে কাউকে হত্যা করেছে সেটা প্রমাণ করতে পারলেই; সেক্ষেত্রে সেই মৃত ব্যক্তির সাজ-সামগ্রী হত্যাকারীর হবে। আমি এক্ষেত্রে হত্যাকৃত ব্যক্তির ঘটনা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সামনে বর্ণনা করলাম। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর

নিকটে বসে থাকা এক ব্যক্তি বলল যে, "হত্যাকৃত ব্যক্তি, যার বর্ণনা হচ্ছে; তার অস্ত্র-শস্ত্র আমার নিকটে রয়েছে, সুতরাং হে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ ব্যক্তির সামগ্রী যা আমার নিকটে আছে থাক; পরিবর্তে আপনি তাঁকে অন্য কিছু দিয়ে দিন।" একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) যিনি ওখানে বসে ছিলেন; দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এটা কখনই হতে পারে না যে, একজন ভীরু কুরাইশকে তা দিয়ে দেবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তার রসুলের জন্য সিংহের মত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছেন তাঁকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবেন। হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং তিনি আমাকে তার সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।"

তায়েফের যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর সওয়াল মাসে হয়েছিল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফের অধিবাসীদের অবরোধ করেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এই অবরোধ দশ রাত্রি হতে চল্লিশ রাত্রি পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। এ সময়ে আঁহযরত (সাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেন; অতঃপর এ স্বপ্নের অর্থ হযরত আবুবকর (রাঃ) তাই করেন, যা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর বিচার্য ছিল।

তবুকের যুদ্ধ নবম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধের সময়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজের সমস্ত সম্পদ যার মূল্য চার হাজার দিরহাম ছিল; তিনি আঁহযরত (সাঃ)এর নিকটে অর্পন করেন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি ঘরের লোকেদের জন্যও কি কিছু রেখে এসেছেন? উত্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, ঘরের লোকেদের জন্য আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলকে রেখে এসেছি। যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে; আমি হযরত উমর (রাঃ) কে একথা বলতে শুনেছি; আমি আমার ঘরের অর্দ্ধেক সম্পদ নিয়ে এসে ভাবলাম, যদি কখনো আমি হযরত আবুবকর (রাঃ)'র চাইতে এগিয়ে যেতে পারি; তবে তা আজকের দিনে। পরন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেছেন; এমতাবস্থায় আমি বললাম, আল্লার কসম! আমি কখনোই আবুবকর (রাঃ)'র চাইতে কোন কিছুতেই অগ্রগামী হতে পারব না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করতে গিয়ে বয়আতকারীদের বিষয়ে বলেন; একপ্রকারের ব্যক্তি তারা রয়েছে, যারা বয়আত তো করে যায়, তথা প্রতিজ্ঞাও করে যায় যে; আমি এ পার্থিবতার ওপরে ধর্মকে প্রাথমিকতা দেব। কিন্তু সহযোগিতা এবং সাহায্যের সময় তারা নিজ পকেট চেপে ধরে রাখে। এরূপ পার্থিব মোহে তারা না তো ধর্মের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হতে পারে আর না এরূপ লোকেদের অবস্থান কোন উপকারে আসতে পারে। কখনো নয়; কক্ষনোই নয়। অতঃপর তিনি (আঃ) বলেন, আল্লাহ্তাআলার আদেশ রয়েছে, সম্পদ; যা তোমাদের নিকট অতীব প্রিয়! যতক্ষণ তোমরা তা খরচ না করবে; ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোন পূণ্য নেই! কোন পূণ্য নেই॥

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, তবুকে আমি এক রাত্রে হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) দেখলাম যে, তাঁরা তিনজনে মিলে হযরত জুল্বজাদীন (রাঃ) কে দাফন করছিলেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমার ইচ্ছা হল; হায়! এ দাফনকৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম!

হুযুর আকরাম (সাঃ) নবম হিজরীতে তবুক থেকে ফিরে আসার পর হজ্জে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন; কিন্তু যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে জানানো হয়, হজ্জের সময়ে মুশরিকরা শেরেকী বাক্য উচ্চারণ করে তথা উলঙ্গ হয়ে পরিক্রমা করে তখন তিনি (সাঃ) সেই বছর নিজে হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন তথা হযরত আবুবকর (রাঃ) কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করেন। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) তিনশত সাহাবী সঙ্গে নিয়ে হজ্জের পথে বের হন। হুযুর (সাঃ) কুরবাণী করার জন্য কুড়িটি পশুও পাঠান। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র হজ্জে বার হয়ে যাওয়ার পরে সূরা তৌবা নাযিল হয়। রসুলে আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে ডেকে পাঠান

এবং তাঁকে বলেন; সূরা তৌবার প্রারম্ভে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিয়ে যাও ও কুরবাণীর দিন যখন মিনা'য় (মক্কার নিকটে একটি স্থান) লোকেরা একত্রিত হবে তখন তাদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে; জান্নাতে কোন কাফের প্রবেশ করবে না। এবছরের পরে কোন মুশরিককে হজ্জের অনুমতি দেওয়া হবে না; আর কাউকেও উলঙ্গ শরীরে বাইতুল্লাহ্ তওয়াফের অনুমতি দেওয়া হবে না। অতঃপর কারোর সঙ্গে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কোন প্রকারের চুক্তি করা হয়ে থাকলে ইতিমধ্যে তা পূরণ করে দেয়া হবে।

যখন হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সহিত হযরত আলী (রাঃ) মিলিত হন; তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, আপনাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে অথবা আপনি আমার অধীনে হবেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এটা ছিল হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বিনম্রতার চরম পর্যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি আপনার অধীনে। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবুবকর (রাঃ) আরাফা নামক স্থানে লোকেদের সম্বোধন-পূর্বক, হযরত আলী (রাঃ) কে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ঘোষণা শোনাতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) সূরা বরআত (সূরা তৌবা)'র চল্লিশ আয়াত পাঠ করে শোনান।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বর্ণনা আগামীতেও অব্যাহত থাকার কথা বলে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুম শেখ খুরশীদ আহমদ সাহেব, অতিরিক্ত এডিটর আল-ফযল রাবওয়া'র মরহুমা সহধর্মিনী মুহতরমা আমাতুল লতীফ খুর্শীদ সাহেবার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও ইমানোদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা করে, জুম'আর নামাযের পর গায়েবানা নামায পড়ানোর ঘোষণা করেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি তথা উচ্চস্তরীয় মর্যাদার জন্য দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ،
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

11 FEBRUARY 2022 *Prepared by* **MANSURAL HAQUE** NAZIM ANSARULLAH DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL	**BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH** **HUZOOR ANWAR (ATBA)** DISTRIBUTED BY Ahmadiyya Muslim Mission Badarpur, P.O. Boaliadanga Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in